*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 36*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 306 - 312*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - iv, Issue - i, published on January 2024, Page No. 306 - 312*
*Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com*
*(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848*

# দ্বন্দ্বিত প্রত্যয়ের অচিনরাগিণী ‘কল্লোল’

সম্প্রিয়া চ্যাটার্জী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
গলসি মহাবিদ্যালয়, বর্ধমান
Email ID: sampriyaas@gmail.com

***Received Date*** *11. 12. 2023*
***Selection Date*** *12. 01. 2024*

***Keyword***
*Kallol, Second World War, Conflict, Ascension.*

***Abstract***

*An important name in the history of Bengali periodical literary paper is Kallol’. On the eve of the second world war, the publication of the Kallol’ literary paper had a great influence on the Bengali literary world. Under the leadership of Dineshranjan Dash and Gokulchandra Nag, Kallol’ Patrika expanded greatly. The proper waving of great literature was carried out through literary anthologies written in Kallol. The ‘Kallol’ clean showed courage to cross the path of Rabindranath Tagore by sheltering him. Kallol’s literature was received by the influence and contact of these who were not so called professional writers. Kazi Nazrul Islam, Sailajananda Mukhopadhyay, Premendra Mitra, Achintyakumar Sengupta and others were the famous writers in this period. The real thing of society was caught in the writings of the Kallol’ group. The theme of this period is the song of conflicted, ambiovalent conflict of thecivil life. Reflections on rural village life led to a resurgence of protestant sprit. Symbolizing poverty, exploitation, deprivation, oppression, neglect is the spiritual wealth of the Kallol group. Skepticism, atheism and negativism are part of this era. Rabindranath Thakur could not warmly welcome ‘Kallol’ s message through his writings. In his words, the eloquence of that criticism has been reaveled many times. The uniqueness and significance of ‘Kallol’ literary paper during the second world war is always remembered in the history of Bengali Literary paper.*

## Discussion

কল্লোলপর্ব বাংলা সাহিত্যের সাময়িকপত্রের ইতিহাস একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে ঘটে যাওয়া হন্যমান মহাযুদ্ধ সমগ্র বিশ্বের অস্তিত্বকে প্রশ্নচিহ্নের সামনে এনে দিয়েছিল। পরাধীন ভারত উনিশ শতকের বিশ্বায়ন ভাবনায়

*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 36*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 306 - 312*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

যেসময় স্বস্থান অন্বেষণ করছিল; সে সময় এল বিশ শতকের প্রথমার্ধের এই চূড়ান্ত আঘাত। বাংলাভাষা ও বাঙালি মানস এই সময়পর্ব থেকে রূপান্তরিত হতে শুরু করলো। বাঙালির চেতনাবিশ্বে নব্য ভাবধারার জোয়ার এসে লাগলো। পরাধীনতা, দারিদ্র্য, উদ্বাস্তু সমস্যা, বেকারত্ব, সঠিক জীবনপথের অবিরত অনুসন্ধান হয়ে উঠলো যুগের প্রবণতা।

বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসে 'সংহতি' (১৩৩০), 'উত্তরা' (১৩৩২), 'কালিকলম' (১৩৩৩) প্রভৃতি পত্রিকার সমকালীন 'কল্লোল'[১]। এর প্রথম প্রকাশ ১৩৩০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাস। বঙ্গজ ঋতুচক্রের বৈশাখী দিনে যে কলতান কলকাতায় ১০-২ পটুয়াটোলা লেনে আরম্ভ হয়েছিল; তার প্রাণনা আধুনিকতার পথপ্রদর্শক।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য কল্লোলের কীর্তিমান লেখকের মন্তব্য –

> "কল্লোল' বললেই বুঝতে পারি সেটা কি। উদ্ধত যৌবনের ফেনিল উদ্দামতা, সমস্ত বাধা-বন্ধনের বিরুদ্ধে নির্বারিত বিদ্রোহ, স্থবির সমাজের পচা ভিত্তিকে, উৎখাত করার আলোড়ন।"[২]

কল্লোল শব্দের আভিধানিক অর্থ – 'শব্দকারী তরঙ্গ'। প্রকৃতপক্ষে এ তরঙ্গস্বনন যৌবনসঞ্জাত দীপিত সময়ের। যুগযন্ত্রণা আছে ঠিকই; কিন্তু প্রশস্ত হৃদয়ে তাকে অতিক্রমণের শপথ নিয়েছিলেন এই যুগন্ধরের দল। দ্বন্দ্বমুখর সময়ে প্রত্যয়সুরভিত অর্কের অমৃতনিষ্যন্দী আলোর অপেক্ষায় প্রতীয়মান এই দুঃসাহসীর দল। দ্বন্দ্ব বিনা মানবজীবন অসম্পূর্ণ। দ্বন্দ্ব যেখানে নেই, সেখানে নেই ভালো-মন্দের বিচারবোধ। দ্বন্দ্বিত সময়কে হেলায় তুচ্ছ করতে আগ্রহী কল্লোলগোষ্ঠী। কিন্তু তাতে কণ্টকাহত থেকে কাশাহত হতে হল সামাজিক ও সাহিত্যিক মূল্যবোধের নিরিখে। তবু তাঁরা লক্ষ্যপথে অবিচল।

এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রকবিতার অংশবিশেষ উল্লেখ্য –

> "এ নহে মুখর বনমর্মরগুঞ্জিত,
> এ যে অজাগরগরজে সাগর ফুলিছে।
> এ নহে কুঞ্জ কুন্দকুসুমরঞ্জিত,
> ফেনহিল্লোল কলকল্লোলে দুলিছে।"[৩]

আগমন থেকে বিসর্জন স্বকীয়তায় ভাস্বর ছিল কল্লোল। তবে শুধু এ পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীই নন; সমকালীন বিভিন্ন পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীকে একত্রিতভাবে নাম দেওয়া হয়েছিল কল্লোলগোষ্ঠী। সাহিত্যসৃষ্টিজনিত দ্বন্দ্ব থেকে শুরু ব্যক্তিগত মতাদর্শজনিত দ্বন্দ্ব, পত্রিকা প্রকাশনা সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব বিভিন্ন পত্রিকার উদ্ভবের পশ্চাতে সকারণ বর্তমান থেকেছে।

কল্লোল তার ব্যতিক্রম নয়। যুগের সঙ্গে, ধ্রুপদী চিন্তাধারার সঙ্গে আধুনিকতার দ্বন্দ্ব স্বাভাবিক ঘটনা। সময় মানসিকতাকে পরিবর্তিত করে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন – "এই আধুনিকটা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে।"[৪]

বহু বছর ধরে যে সনাতন চিন্তাধারা সাহিত্যক্ষেত্রে প্রচলিত ছিল; তার থেকে সরে এসে নতুন পথের দিশায় হাঁটতে চাইলেন কল্লোলগোষ্ঠীর লেখককুল। দ্বন্দ্ব যেমন নাটকের প্রাণ; তেমনি এক্ষেত্রে সমাজ, লোকাচার হল দ্বন্দ্বের কারণ। পাশ্চাত্য ভাবাদর্শে দীক্ষিত এবং বিদেশি ভাষায় শিক্ষিত লেখকদের লেখনী অকুণ্ঠ প্রেম, অতৃপ্ত কামনা, অদম্য বাস্তবকে সেসময় কল্লোলের পৃষ্ঠায় নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ করেছিল।

রবীন্দ্রনাথ যুগপুরুষ। নব্য ভাবধারার মন্ত্রে বীক্ষিত লেখকদের তিনি সাদর সম্ভাষণ জানিয়েছেন তাঁর প্রবন্ধে –

> "অনেক নবীন কবির লেখায় এই সবলতার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে; বোঝা যায় যে, বঙ্গসাহিত্যে একটি সাহসিক সৃষ্টি - উৎসাহের যুগ এসেছে। এই নব অভ্যুদয়ের অভিনন্দন করতে আমি কুণ্ঠিত হই নে।"[৫]

দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ বঙ্গসরস্বতীর আঙিনায় এঁদের স্বাগত জানাচ্ছেন। কল্লোলগোষ্ঠীর কিছু লেখক আগামি সময়ে সে বিশ্বাসের মর্যাদাও পূর্ণমাত্রায় রক্ষা করেছেন। কিন্তু উক্ত প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ বলছেন –

> "আধুনিক সাহিত্যে সেইরকম শিশিতে - সাজানো বাঁধি বুলি আছে - অপটু লেখকদের পাকশালায় সেইগুলো হচ্ছে 'রিয়ালিটির কারি – পাউডর'। ওর মধ্যে একটা হচ্ছে দারিদ্র্যের আস্ফালন, আর-একটা লালসার অসংযম।"[৬]

মহৎ সাহিত্য কোনো বহিরারোপিত উপকরণ দ্বারা মহৎ হতে পারে না। তার আত্মস্থতাই তাকে মহত্তমতার পথে নিয়ে যায়। কিন্তু আধুনিকতার নামে উপর্যুক্ত বিষয়সমূহের অবতারণা সাহিত্যকে মহৎ করে তুলতে পারে কিনা – সে নিয়ে

দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হওয়া ছিল অনিবার্য। শুভত্ব, মঙ্গলবোধ, কল্যাণচেতনার পূজারী রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কল্লোলগোষ্ঠীর সম্মুখে এক দৃপ্ত বাধা। তিনি বঙ্গ সাহিত্যক্ষেত্রকে পরিপুষ্টির সমৃদ্ধতর পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। কিছুই যেন বাকি নেই লেখার। লিখতে গিয়ে গুরুদেবের কাছে হার মানতে হয় বারে বারে। কাটানো যায় না তাঁর সম্মোহনী প্রভাব।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখলেন– "সেদিনকার কল্লোলের সেই বিদ্রোহ বাণী উদ্ধতকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলুম কবিতায়:

সম্মুখে থাকুন বসে পথ রুধি রবীন্দ্রঠাকুর,
আপন চক্ষের থেকে জ্বালিব যে তীব্র তীক্ষ্ণ আলো
যুগ - সূর্য ম্লান তার কাছে। মোর পথ আরো দূর!"[৭]

রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রমণ, তাঁর সত্যবোধ সম্পর্কে অনাস্থা অনিবার্য হয়ে উঠলো এই তরুণদের মননে। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্য উল্লেখ্য –

> "যাকে 'কল্লোল' - যুগ বলা হয়, তার প্রধান লক্ষণই বিদ্রোহ, আর সে-বিদ্রোহের প্রধান লক্ষ্যই রবীন্দ্রনাথ।"[৮]

দীনেশরঞ্জন দাশ ও গোকুলচন্দ্র নাগ যথাক্রমে কল্লোলের সম্পাদক এবং সহ-সম্পাদক। 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে এই দু'টি মানুষের অদম্য মনোবল, স্বতঃস্ফূর্ত সাহিত্যপ্রীতি, দারিদ্র্য, কৃচ্ছ্রসাধন, আন্তরিকতা, সৌহার্দ্যের রূপকথাপ্রতিম কাহিনি লিপিবদ্ধ করেছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। এঁরা দু'জন কল্লোলের কর্ণধার, তার হোতা। যুগের জটিলতা, যান্ত্রিক অবস্থার উত্তরোত্তর সমুন্নতি মানুষের ভাবজগতকে করে তুলছে ক্রম-সঙ্কুচিত। হারিয়ে যাওয়া দিনের ফুরিয়ে যাওয়া আলোর মতোই সে সময় এখন মহাকালের গর্ভে নিলীন।

মণীন্দ্রলাল বসু, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, নজরুল ইসলাম, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ কল্লোলের প্রথম সারির লেখক যাঁদের সম্পর্কে বর্তমান সময়ের পাঠক অবহিত। দীনেশরঞ্জন ও গোকুলচন্দ্র সমকালীন পত্রিকাগুলির নিয়মিত লেখক ছিলেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যজীবন শুরু হয়েছিল 'বিচিত্রা' পত্রিকার হাত ধরে। তবে কল্লোলপন্থী ভাবধারার তিনি ও একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব। যুগই তখন সাহিত্যের নিয়ন্তা হয়ে উঠেছিল কল্লোলগোষ্ঠীর কাছে। অকর্ষিত বাস্তবের ক্ষেত্র থেকে তুলে আনা সাহিত্যের জ্বলন্ত উপকরণ তাই স্থান পেয়েছিল লেখকদের রচনায়।

'কল্লোল' পত্রিকার ১৩৩১ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'কবি-নাস্তিক' কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল। কবি লিখলেন –

"রূপের মেয়াদ দু'দিন মোটে
দু'দিন মেয়াদ যৌবনের।"[৯]

জীবনরূপ শতদলের সারহীনতা, দেবারাধনা ও প্রেমভাবনার দলগুলি নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে উন্মোচন করেছেন লেখক। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'মুক্তি' নাটক, গোকুলচন্দ্র নাগের 'বসন্ত-বেদনা' গল্প এই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সংখ্যার 'নিবেদন' অংশে আছে 'রোমাঁ রল্যার জাঁ ক্রিস্তোফ্' উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ সংক্রান্ত লেখা।

'কল্লোল' পত্রিকার ১৩৩২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় রবীন্দ্রকবিতা 'মুক্তি' প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যাতেই একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন –

> "আমার রচনা বোঝা যায় না বলে একটা বদনাম উঠেচে সেই বদনামটাই বোঝবার পক্ষে বাধা দেয়।"[১০]

দ্বন্দ্বের মূলীভূত নির্যাস এখানে নিহিত। যে সাহিত্য-পরিমণ্ডলে বিশ শতকের বাঙালি মনন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে সমালোচনামুখর হতে পারে; সেখানে কল্লোলপন্থীদের পরিস্থিতি সহজেই অনুমেয়। প্রাথমিক পর্যায়ে ইয়ংবেঙ্গল দলের সঙ্গে তুলনাও করা চলে। আসলে সেই মনসিজ গভীরতা পাঠক সমাজের সর্বত্র তখনো ব্যাপ্ত হয়নি।

একদিকে রবীন্দ্র-বিরোধিতার ধ্বজা উড্ডীন করলেও রবীন্দ্র-প্রশান্তির উদার পথটি কল্লোলগোষ্ঠী মুক্ত রেখেছিলেন। বস্তুতপক্ষে তাঁর প্রতি বিরোধ তো তাঁর প্রতিভার সর্বাগ্রগণ্যতাকে স্বীকার করারই নামান্তর। তবে রবীন্দ্রনাথ যে শুধু বিপক্ষ কথা বলছেন না তার পরিচয় যেমন পাওয়া যাছে তেমনই তিনি কল্লোলপন্থী তরুণদের লেখা অনেকসময় প্রশংসিত করছেন;

কখনো বা দুর্বলতার ফাঁকটুকু ধরিয়ে দিচ্ছেন অগ্রজ রূপে। এই দ্বন্দ্বের প্রাপ্তি এখানেই। দ্বন্দ্ব অর্থে শুধু সংঘাত বা পরস্পরকে ছাপিয়ে যাওয়ার চেষ্টা নয়; সেইসঙ্গে সাহিত্যক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের উন্মেষ ঘটানোর প্রচেষ্টা। তারই ফলশ্রুতিতে 'রক্তকরবী' নাটকের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য দেখা যায় 'কল্লোল'- এ প্রকাশিত জগৎবন্ধু মিত্রের কবিতায় –

> "হে 'চন্দ্রা', 'মোড়ল', 'গোকুল'
> নির্ব্বিদ্রোহ, পঙ্গুজড় হে মানব কুল
> দৈত্যরূপী হে যন্ত্ররাজ
> তোমার দম্ভের লীলা মণিময় তাজ
> শেষ কর আজ।"[১১]

বিশ শতকের নব্য নগরবাসী শিক্ষিত বেকার সাহিত্যমোদী তরুণেরা এই দ্বন্দ্বের সহভাগী।

সমকালীন বেশ কিছু পত্রিকায় কল্লোলপন্থীদের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশের প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকার সম্পাদক সজনীকান্ত দাস লিখলেন রবীন্দ্রনাথকে চিঠি। তাঁর অভিযোগ কল্লোলপন্থীদের –

> "লেখার বাইরেকার চেহারা যেমন বাধা – বাঁধনহারা ভেতরের ভাবও তেমনি উচ্ছৃঙ্খল।"[১২]

জসীমউদ্দীনের 'কবর' কবিতাটি 'কল্লোল'-এ প্রকাশিত হবার পর স্থান পেল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার বাংলা পাঠ-সংগ্রহে। কিন্তু অবাঞ্ছিত 'কল্লোল' কবিতার প্রথম প্রকাশক রূপে রইলো উহ্য। সাহিত্যিক দ্বন্দ্ব এখানে স্পষ্টতর।

সমালোচক জানাচ্ছেন –

> "কল্লোলে এই দুইটি বিচ্ছিন্ন ধারা ছিল। একদিকে রুক্ষ - শুষ্ক শহুরে কৃত্রিমতা, অন্যদিকে অনাঢ্য গ্রাম্য জীবনের সারল্য।"[১৩]

প্রকৃতপক্ষে দীনেশরঞ্জন ও গোকুলচন্দ্র যে চতুষ্কলা অর্থাৎ 'ফোর আর্টস' ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন; তারই প্রবহমান ধারার সুস্মিতি প্রবিষ্ট হল 'কল্লোল'-এ। সাহিত্যের সঙ্গে ঘর বাঁধলো চিত্র, সঙ্গীত ও অভিনয়। কিন্তু প্রচেষ্টা এবং উদ্যমের সুযোগ্য স্বীকৃতি এল না সেভাবে। নন্দিত হল সে যতখানি; তার থেকে বেশি হল নিন্দিত।

কল্লোলগোষ্ঠী প্রচলিত স্বীকৃতিকে প্রাবল্যের সঙ্গে অস্বীকার করলেন। সেই প্রাবল্য যৌবনের। বাধার বাঁধন তাঁরা মানেননি। ফলে দ্বন্দ্ব বাধল সনাতন মূল্যবোধের সঙ্গে আধুনিক মূল্যবোধের। সামাজিক কাঠামোর নিক্তি মাপা প্রেম, ধর্মবোধ সম্পর্কে অনাস্থা প্রকাশিত হল এঁদের লেখায়। বিদেশি সাহিত্যিক জোলা, হামসুন, রলাঁ, গল্‌সওয়ার্দি এঁদের ওপর ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করেছিলেন।

কথাসাহিত্যের গণ্ডিকে সাবলীল করলেন কল্লোলপন্থীরা। খোলার বস্তি, মুটে-মজুর, কুলিদের নিয়ত জীবনকাহিনি তাঁদের লেখায় অবারিতভাবে স্থান পেল। নিঃসংশয়ে এটি নতুন উদ্যোগ। কারণ মহাযুদ্ধোত্তর সময়ে জীবনের সমস্যা আরো জটিল হয়ে উঠেছে সেটি উপলব্ধি করলেন এই প্রগতিবাদীরা। কারণ এ তো যুগের চাহিদা। মণীশ ঘটক 'পটলডাঙার পাঁচালী' লিখলেন। যার গল্পগুলি 'কল্লোল'-এর অভিনবত্ব। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পাঁক' জীবনের পঙ্কময় স্রোত থেকেই আহরিত কাহিনি। নিম্নবর্গীয় জীবনচিত্র প্রকট হল এসব লেখায়। বাঙালি জীবন শৌখিনতার আবর্তে বন্দী থাকতে পারলো না আর। এই পূতিগন্ধময় জীবন এবং তৃষিত জীবনবোধ দুইই বাঙালি মনীষাকে আঁকড়ে ধরলো। সেখানেও ক্ষতাক্ত হল তরুণ প্রাণ। যুগযন্ত্রণার কাছে নবীন প্রাণদের হেরে যেতে দেখতে হয়েছে এই প্রগতিপন্থীদেরই। এত দ্বন্দ্বের দাপটের মাঝেও প্রীতি ও সৌহার্দ্যের প্রদীপ নিষ্কম্প হয়ে জ্বলেছে। তাই পীড়িত বন্ধুর সেবার্থে জীবনপণ করেছে কেউ কেউ। কেউ আবার পরীক্ষার ফি-র টাকা পত্রালাপে চেয়েছে বন্ধুর কাছে। কেউ আপন জীবন উৎসর্গ করে প্রকাশ করা পত্রিকা অর্থাভাবে বন্ধ হয়ে যাবার আশঙ্কায় তটস্থ।

সিগমুণ্ড ফ্রয়েড, ইয়ুং-এর লেখা সেসময়ের লেখকদের রচনায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে স্বাভাবিকভাবেই। অচিন্ত্যকুমারের 'বেদে' উপন্যাস, বুদ্ধদেব বসুর গল্প 'রজনী হল উতলা' তারই উদাহরণ। মানবমনের পরতে পরতে সুপ্ত

*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 36*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 306 - 312*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

কামনার জাল বুনে কাব্যশ্রীকে যেন প্রকাশ করা হয়েছে এরকম রচনাগুলিতে। সবার মাঝে 'সব পেয়েছির দেশে' থাকলেও অন্তরে সে যে নিঃস্ব, রিক্ত। সেই মনোজ রিক্ততাজনিত দ্বন্দ্ব রূপায়িত হয়েছে কল্লোলের পৃষ্ঠায়।

নগরের দ্বিধামথিত, দ্বন্দ্বদোলায় দোদুল্যমান জীবনপট কল্লোলপন্থীদের লেখার বিষয় হয়ে উঠেছে। দ্বিধাদীর্ণ মূল্যবোধ, চাকুরীজীবী মধ্যবিত্ত, অভাব ও চাহিদার দ্বন্দ্ব মুখ্য বিষয় হয়ে উঠেছে এই লেখকদের রচনায়।

তবে চিৎকৃত কণ্ঠ, বুভুক্ষু হৃদয় আর মনোগ্রাহী বিবরণ দিয়েই যে জীবনসরণিতে সাহিত্যমালঞ্চ সাজানো যায় না; তা রবীন্দ্রনাথ আগেই বলেছেন। সংশয়, নাস্তিক্যবোধ, নেতিবাদ -এ সময়ের বিশিষ্টতা নিঃসন্দেহে। কিন্তু তাকে দেখাবার সঙ্গে সঙ্গেই শুভ পরিণতির কথা লেখা ও ভাবার কথাও তিনি বলেছেন। সময় যেমন অনেককিছু নির্মমভাবে গ্রহণ করে; তেমনি আবার অবারিতহস্তে দানও করে। সাহিত্যসাগরের তটে সেই শুক্তি সংগ্রহ করা অধ্যবসায়ীর নিরন্তর একাগ্র সাধনার ফলশ্রুতি।

কল্লোলগোষ্ঠীর লেখায় গ্রামীণ পল্লীর চিত্র অনেকক্ষেত্রে উঠে এসেছে। স্মর্তব্য যে, গ্রাম্য পরিবেশের শাশ্বত শান্তির অগ্রদূত রূপে এ সময় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায়চৌধুরী প্রমুখ এগিয়ে এসেছেন। তাঁদের লেখায় পল্লীকথার সেই নিভৃত স্নিগ্ধোজ্জ্বলতা ফুটে উঠেছে।

প্রখ্যাত সমালোচকের মন্তব্য এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক –

> "The effect of a work of art upon the person who enjoys it is an experience different in kind from any experience not of art".[১৪]

প্রবহমান গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চেতনার নিশান উড়িয়েছিল 'কল্লোল' - এর কলভাষ। সাহিত্যের নতুন যুগের বাণী হল অন্তর্মন বিশ্লেষণ। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যবচ্ছেদে অন্তর যখন স্পন্দিত হয়; তার বাণীরূপই কল্লোলের আবিষ্কার। Form-এর দিক থেকেও সে কারণে 'কল্লোল' ছিল পৃথক।

রবীন্দ্রকবিতা থেকে উদ্ধৃতি উৎকলিত করে কল্লোলগোষ্ঠী সম্পর্কে বলা যায় -

> "জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
> ওরে উথলি উঠেছে বারি,
> ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ
> রুধিয়া রাখিতে নারি।"[১৫]

বিরহবিধুরতা, প্রীতির অকুণ্ঠ মনোভাব প্রমিত শোভমান হয়েছে এঁদের লেখায়। তবে পরস্পরবিরোধী বার্তা জ্ঞাপন করার প্রবণতা দেখা যায় এঁদের মধ্যে। যুগের করাল গ্রাস তাঁদের বাধ্য করেছিল সে পথের যাত্রী হতে। ক্ষয়িষ্ণু সমাজ, ক্ষীয়মাণ মূল্যবোধ, একান্নবর্তী পরিবারে ভাঙন, জীবিকাহীন দিশাহারা জীবন নিয়ে তাঁরা নতুনভাবে জীবনকে যাপন করতে শিখলেন। সনাতনী মূল্যবোধের যে আবহ সাহিত্যক্ষেত্রে বিরাজমান ছিল; তাকে প্রতিবাদের মধ্যেও স্বীকার করার ব্যঞ্জনা ছিল। কারণ সময় তাঁদের ব্যক্তিজীবনকে সেভাবে প্রভাবিত করেছিলো অনেকসময়। আবেগ ও অভিজ্ঞতা তাঁদের জীবনদর্শনকে প্রবাহিত করেছিল অন্য পথে।

এ প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক সমালোচকের মন্তব্য –

> "এই গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে কখনও প্রকাশ পেয়েছে বাস্তব জীবনের প্রতি তীব্র আগ্রহ, কোথাও বা রোম্যান্টিক বোহেমীয় প্রবণতা।"[১৬]

বাস্তবের অভিঘাত, রোমান্টিসিজমের স্বপ্নিল আকাশে বিচরণ কল্লোলগোষ্ঠীর প্রবণতা। পাশ্চাত্য সাহিত্যের পাঠ, যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিই তাঁদের এই নতুন সাহিত্যপথ সৃষ্টিতে সহায়তা করেছিল।

এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য প্রাসঙ্গিক –

"রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসেছিল 'কল্লোল'। সরে এসেছিল অপজাত ও অবজ্ঞাত মনুষ্যত্বের জনতায়। নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্তদের সংসারে। কয়লাকুঠিতে, খোলার বস্তিতে, ফুটপাতে। প্রতারিত ও পরিত্যক্তের এলাকায়।"[১৭]

সময়পর্বের অভিজ্ঞানে এই লেখকবৃন্দ এক স্বর্ণিল সাহিত্যপথের দিশা দেখিয়েছিলেন। অনেক ত্যাগ ও তিতিক্ষার অশ্রুজলে ভাসমান সে পথ। স্বর্ণায়িত অন্তঃকরণে 'যৌবনেরি মৌবনে' যে শুভযাত্রা তাঁরা আরম্ভ করেছিলেন তার সুপ্রশস্ত অধ্যায় এটি। দ্বন্দ্বিত প্রত্যয়ের অচিনরাগিণীর স্রষ্টা এঁরা। জীবনের সৌম্য সৌন্দর্যই শুধু নয়; কদর্য, ক্লেদাক্ত বীভৎসতাও ফুটে উঠেছে কল্লোলগোষ্ঠীর লেখনীতে। বাংলা সাহিত্যবিতানে দ্বন্দ্বমথিত 'কল্লোল'-এর ইতিহাস বঙ্গীয় পাঠককুলের কাছে রসভোক্তা রূপে এক নতুন দিক নিঃসন্দেহে। ধ্রুপদী চিন্তা ও আধুনিক ভাবধারার সঙ্গমতীর্থ 'কল্লোল' সাম্প্রতিক সময়ের সাহিত্যক্ষেত্রে এক অবিস্মরণীয় ইতিকথা। তার উত্তরাধিকার সগৌরবে ধারাবাহিকতার পথ বেয়ে অগ্রসর হোক বঙ্গবাণীর পীঠস্থানে। সেখানেই নব্য ভাবধারার সার্থকতা। প্রারম্ভিক পথ সুমসৃণ না হলেও তার উত্তরাধিকার গৌরবোজ্জ্বল বর্ণে লিখিত হয়ে থাকুক সাহিত্য মঞ্জরীতে। সেখানেই 'কল্লোল' -এর গৌরবান্বিত উত্তরাধিকার সাহিত্যচিন্তক রূপে প্রাপ্তি বর্তমান কালের পাঠকের।

## Reference:

১. সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার, কল্লোল যুগ, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্‌স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৩৫৭, পৃ. ২৩
২. কল্লোল - ১. শব্দকারী তরঙ্গ, বিশাল ঢেউ। ২. জলের কলকল ধ্বনি। সূত্রনির্দেশ : আকাদেমি বিদ্যার্থী বাংলা অভিধান, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ১৮২
৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, দুঃসময়, (কল্পনা), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, চতুর্থ খণ্ড, ১৩৯৪, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী সংস্করণ, পৃ. ১০৫
৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, আধুনিক কাব্য, (সাহিত্যের পথে), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৭, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী সংস্করণ, পৃ. ৪৬৩
৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্যে নবত্ব, (সাহিত্যের পথে), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৭, ১২৫ তম রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী সংস্করণ, পৃ. ৪৫৬-৪৫৭
৬. তদেব, পৃ. ৪৫৭
৭. সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার, (কল্লোল যুগ গ্রন্থে উদ্ধৃত কবিতার অংশবিশেষ), এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্‌স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৩৫৭, পৃ. ১১১
৮. বসু, বুদ্ধদেব, রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক, (সাহিত্যচর্চা), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০২, পঞ্চম সংস্করণ, পৃ. ১১০-১১১
৯. কল্লোল (মাসিক), (সম্পা. দীনেশরঞ্জন দাশ), দ্র. প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত কবি - নাস্তিক শীর্ষক কবিতা, কলিকাতা, মাঘ, ১৩৩১, ২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, পৃ. ৭৯৮
১০. কল্লোল (মাসিক), (সম্পা. দীনেশরঞ্জন দাশ), দ্র. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা চিঠি, কলিকাতা, বৈশাখ, ১৩৩২, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ. ৪
১১. কল্লোল (মাসিক), (সম্পা. দীনেশরঞ্জন দাশ), দ্র. জগৎবন্ধু মিত্র রচিত রক্ত-করবী শীর্ষক কবিতা, কলিকাতা, ফাল্গুন, ১৩৩৫, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১১শ - ১২শ সংখ্যা, পৃ. ৮২৯
১২. সজনীকান্ দাসের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা চিঠির অংশবিশেষ, (অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কল্লোল যুগ গ্রন্থ থেকে গৃহীত তথ্য), এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্‌স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, পৃ. ১৫৪
১৩. সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার, কল্লোল যুগ, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্‌স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৩৫৭, পৃ. ১৩৮
১৪. T. S. Eliot, Tradition and the Individual Talent, (English Critical Texts 16th Century to 20th Century), (Ed. D. J. Enright), Oxford University Press, Oxford, 1975, First Indian Edition, P. 298
১৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ, (প্রভাতসংগীত), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, প্রথম খণ্ড, ১৩৯৩, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী সংস্করণ, পৃ. ৫২

*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
***A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture***
*Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 36*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 306 - 312*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

---

১৬. রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১০, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৭৪

১৭. সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার, কল্লোল যুগ, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্‌স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৩৫৭, পৃ. ৬২